সূচিপত্র

সূরা নির্দেশিকা	এগারো
কুরআনের আসল পরিচয়	পনেরো
কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য	সতেরো
রাসূল (স)-এর আসল দায়িত্ব	সতেরো
কুরআন রাসূল (স)-এর সংগ্রামী জীবনেরই গাইড বুক	আঠারো
রাসূল (স)-এর সংগ্রামী জীবনের পটভূমি	উনিশ
নবুওয়াতী জীবনের ২৩ বছর	উনিশ
ইসলামী আন্দোলন	বাইশ
রাসূল (স)-এর নেতৃত্বে পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের যুগবিভাগ	তেইশ
মাক্কী যুগের বিভিন্ন স্তর	তেইশ
মাক্কী যুগের স্তরভিত্তিক সূরার তালিকা	চব্বিশ
রাসূল (স)-এর জীবনই আসল কুরআন	সাতাশ
তিলাওয়াত ও মুতালা'আ	আটাশ
আন্দোলনকারী ও কুরআন	ঊনত্রিশ
ইসলামী আন্দোলনের চিরন্তন কর্মপদ্ধতি	ঊনত্রিশ
হক ও বাতিলের সংঘর্ষ অনিবার্য কেন?	বত্রিশ
অনুবাদকের কথা	চৌত্রিশ
কুরআন বোঝা সবার জন্যই জরুরি	চৌত্রিশ
দীনী ইলম হাসিল করা ফরয	চৌত্রিশ
ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের কুরআন বোঝার গুরুত্ব	পঁয়ত্রিশ
আন্দোলনের প্রয়োজনেই তাফহীমুল কুরআন রচিত	পঁয়ত্রিশ
তাফহীমুল কুরআন ও তরজমায়ে কুরআন মাজীদ	ছত্রিশ
কেন কুরআনের অনুবাদে হাত দিলাম?	ছত্রিশ
কুরআন বোঝা তো আসলে কঠিন নয়	ছত্রিশ
আমার অনুবাদ-প্রচেষ্টা	সাঁইত্রিশ
সূরাসমূহের ভূমিকা	আটত্রিশ
আমার অনুবাদ সম্পর্কে কয়েকটি জরুরি কথা	আটত্রিশ
তাফহীমুল কুরআনকেই কেন আমি বাছাই করলাম?	উনচল্লিশ
তাফহীমুল কুরআন কি শ্রেষ্ঠ তাফসীর?	উনচল্লিশ

সূরা নির্দেশিকা

ক্রমিক	সূরার নাম	নুযূল	আয়াত	রুকূ'	পারা
১.	ফাতিহা	মাক্কী	৭	১	১
২.	বাকারা	মাদানী	২৮৬	৪০	১-৩
৩.	আলে ইমরান	মাদানী	২০০	২০	৩-৪
৪.	নিসা	মাদানী	১৭৬	২৪	৪-৬
৫.	মায়িদা	মাদানী	১২০	১৬	৬-৭
৬.	আন'আম	মাক্কী	১৬৫	২০	৭-৮
৭.	আ'রাফ	মাক্কী	২০৬	২৪	৮-৯
৮.	আনফাল	মাদানী	৭৫	১০	৯-১০
৯.	তাওবা	মাদানী	১২৯	১৬	১০-১১
১০.	ইউনুস	মাক্কী	১০৯	১১	১১
১১.	হূদ	মাক্কী	১২৩	১০	১১-১২
১২.	ইউসুফ	মাক্কী	১১১	১২	১২-১৩
১৩.	রা'দ	মাক্কী	৪৩	৬	১৩
১৪.	ইবরাহীম	মাক্কী	৫২	৭	১৩
১৫.	হিজ্‌র	মাক্কী	৯৯	৬	১৩-১৪
১৬.	নাহ্‌ল	মাক্কী	১২৮	১৬	১৪
১৭.	বনী ইসরাঈল	মাক্কী	১১১	১২	১৫
১৮.	কাহ্‌ফ	মাক্কী	১১০	১২	১৫-১৬
১৯.	মারইয়াম	মাক্কী	৯৮	৬	১৬
২০.	ত্বাহা	মাক্কী	১৩৫	৮	১৬
২১.	আম্বিয়া	মাক্কী	১১২	৭	১৭
২২.	হাজ্জ	মাদানী	৭৮	১০	১৭
২৩.	মু'মিনূন	মাক্কী	১১৮	৬	১৮
২৪.	নূর	মাদানী	৬৪	৯	১৮
২৫.	ফুরকান	মাক্কী	৭৭	৬	১৮-১৯
২৬.	শু'আরা	মাক্কী	২২৭	১১	১৯
২৭.	নাম্‌ল	মাক্কী	৯৩	৭	১৯-২০

ক্রমিক	সূরার নাম	নুযূল	আয়াত	রুকূ'	পারা
২৮.	কাসাস	মাক্কী	৮৮	৯	২০
২৯.	'আনকাবূত	মাক্কী	৬৯	৭	২০-২১
৩০.	রূম	মাক্কী	৬০	৬	২১
৩১.	লুকমান	মাক্কী	৩৪	৪	২১
৩২.	সাজদাহ	মাক্কী	৩০	৩	২১
৩৩.	আহ্যাব	মাদানী	৭৩	৯	২১-২২
৩৪.	সাবা	মাক্কী	৫৪	৬	২২
৩৫.	ফাতির	মাক্কী	৪৫	৫	২২
৩৬.	ইয়া-সীন	মাক্কী	৮৩	৫	২২-২৩
৩৭.	সাফ্ফাত	মাক্কী	১৮২	৫	২৩
৩৮.	সোয়াদ	মাক্কী	৮৮	৫	২৩
৩৯.	যুমার	মাক্কী	৭৫	৮	২৩-২৪
৪০.	মু'মিন	মাক্কী	৮৫	৯	২৪
৪১.	হা-মীম সাজদাহ	মাক্কী	৫৪	৬	২৪-২৫
৪২.	শূরা	মাক্কী	৫৩	৫	২৫
৪৩.	যুখরুফ	মাক্কী	৮৯	৭	২৫
৪৪.	দুখান	মাক্কী	৫৯	৩	২৫
৪৫.	জাছিয়া	মাক্কী	৩৭	৪	২৫
৪৬.	আহ্কাফ	মাক্কী	৩৫	৪	২৬
৪৭.	মুহাম্মাদ	মাদানী	৩৮	৪	২৬
৪৮.	ফাত্হ	মাদানী	২৯	৪	২৬
৪৯.	হুজুরাত	মাদানী	১৮	২	২৬
৫০.	কা-ফ	মাক্কী	৪৫	৩	২৬
৫১.	যারিয়াত	মাক্কী	৬০	৩	২৬-২৭
৫২.	তূর	মাক্কী	৪৯	২	২৭
৫৩.	নাজম	মাক্কী	৬২	৩	২৭
৫৪.	ক্বামার	মাক্কী	৫৫	৩	২৭
৫৫.	রাহমান	মাক্কী	৭৮	৩	২৭
৫৬.	ওয়াকি'আহ	মাক্কী	৯৬	৩	২৭

ক্রমিক	সূরার নাম	নুযূল	আয়াত	রুকূ'	পারা
৫৭.	হাদীদ	মাদানী	২৯	৪	২৭
৫৮.	মুজাদালাহ	মাদানী	২২	৩	২৮
৫৯.	হাশর	মাদানী	২৪	৩	২৮
৬০.	মুমতাহিনা	মাদানী	১৩	২	২৮
৬১.	সাফ্‌ফ	মাদানী	১৪	২	২৮
৬২.	জুমু'আ	মাদানী	১১	২	২৮
৬৩.	মুনাফিকূন	মাদানী	১১	২	২৮
৬৪.	তাগাবুন	মাদানী	১৮	২	২৮
৬৫.	তালাক	মাদানী	১২	২	২৮
৬৬.	তাহরীম	মাদানী	১২	২	২৮
৬৭.	মুল্‌ক	মাক্কী	৩০	২	২৯
৬৮.	কালাম	মাক্কী	৫২	২	২৯
৬৯.	হাক্কাহ্‌	মাক্কী	৫২	২	২৯
৭০.	মা'আরিজ	মাক্কী	৪৪	২	২৯
৭১.	নূহ	মাক্কী	২৮	২	২৯
৭২.	জিন	মাক্কী	২৮	২	২৯
৭৩.	মুয্‌যাম্‌মিল	মাক্কী ও মাদানী	২০	২	২৯
৭৪.	মুদ্দাস্‌সির	মাক্কী	৫৬	২	২৯
৭৫.	কিয়ামাহ	মাক্কী	৪০	২	২৯
৭৬.	দাহ্‌র	মাক্কী	৩১	২	২৯
৭৭.	মুরসালাত	মাক্কী	৫০	২	২৯
৭৮.	নাবা	মাক্কী	৪০	২	৩০
৭৯.	নাযি'আত	মাক্কী	৪৬	২	৩০
৮০.	'আবাসা	মাক্কী	৪২	১	৩০
৮১.	তাকভীর	মাক্কী	২৯	১	৩০
৮২.	ইনফিতার	মাক্কী	১৯	১	৩০
৮৩.	মুতাফফিফীন	মাক্কী	৩৬	১	৩০
৮৪.	ইনশিক্বাক	মাক্কী	২৫	১	৩০
৮৫.	বুরূজ	মাক্কী	২২	১	৩০

সূরা ফাতিহা

৭ আয়াত, ১ রুকূ', মাক্কী

سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٧ رُكُوْعُهَا ١

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. প্রশংসা[১] শুধু আল্লাহরই জন্য, যিনি সারা জাহানের রব।[২]

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١

২. যিনি মেহেরবান ও দয়াময়।

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٢

৩. বিচার দিনের মালিক।

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝٣

৪. আমরা (একমাত্র) তোমারই ইবাদত করি[৩] আর (শুধু) তোমারই কাছে সাহায্য চাই।

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝٤

৫. আমাদেরকে সোজা-সঠিক পথ দেখাও।

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝٥

৬. ঐসব লোকের পথ, যাদেরকে তুমি নিয়ামত দিয়েছ।

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝٦

৭. যাদের উপর গযব পড়েনি, আর যারা পথহারা হয়নি।[৪]

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝٧

১. আল্লাহ তাআলা এ সূরাটি তাঁর বান্দাহদেরকে এজন্য শিক্ষা দিয়েছেন, যাতে তারা এটাকে একটা দরখাস্ত হিসেবে তাদের মনিবের খিদমতে পেশ করে।

২. আরবী ভাষায় 'রব' শব্দটি তিনটি অর্থে বলা হয় : ক. মালিক, মনিব, প্রভু; খ. লালন-পালনকারী; গ. হুকুমকর্তা, বিধানদাতা, শাসক, ব্যবস্থাপক, বন্দোবস্তকারী। আল্লাহ এসব অর্থেই সারাজাহানের রব।

৩. 'ইবাদত' শব্দটিও আরবীতে তিনটি অর্থে ব্যবহার করা হয় : ক. পূজা-উপাসনা, খ. আনুগত্য ও আদেশপালন, গ. দাসত্ব ও গোলামি।

৪. বান্দাহর এ দোয়ার জবাবই হলো পুরা কুরআন। দাস তার মনিবের কাছে পথ দেখানোর জন্য দোয়া করছে, আর মনিব এর জবাবে তাকে এ কুরআন দান করেছেন। শেষ আয়াতের আরও একরকম তরজমা হতে পারে। যেমন– 'ঐসব লোকের পথ নয়, যাদের উপর গযব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথহারা হয়েছে।'

২. সূরা বাকারা

মাদানী যুগে নাযিল

নাম

সূরার ৬৭ নং আয়াতের 'বাকারা' শব্দ থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

হিজরতের পরপরই সূরাটির বেশি অংশ নাযিল হয়। কোনো কোনো অংশ অনেক পরেও নাযিল হয়েছে। সুদ হারাম হওয়ার আয়াত দশম হিজরীতে এবং সূরার শেষ কয়েকটি আয়াত হিজরতেরও আগে নাযিল হয়েছে।

নাযিলের পরিবেশ ও ঐতিহাসিক পটভূমি

১. মাক্কী যুগের সূরাগুলোতে আরবের মুশরিকদের সম্বোধন করা হয়েছে। তারা তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত, ওহী, কিতাব, ফেরেশতা প্রভৃতির কথা জানত না। কিন্তু মদীনা ও এর চারপাশে যে ইহুদী গোত্রগুলো বাস করত তাদের নিকট ঐসব পরিভাষা খুবই পরিচিত ছিল এবং তারা এসবকে বিশ্বাসও করত। শেষ নবী যে দীন ইসলাম নিয়ে এসেছেন ঐ ইসলাম ইহুদীদেরও আসল দীন ছিল এবং তাদের পূর্বপুরুষও মুসলিমই ছিল। কিন্তু আল্লাহর মূল কিতাবে বিকৃতি এবং মনগড়া বহু কিছু যোগ-বিয়োগ করে তারা এক আজব ধর্ম বানিয়ে নিয়েছিল এবং তারা যে মূলে মুসলিম ছিল, সে কথা ভুলে নিজেদেরকে 'ইহুদী' নাম দিল। তাই এ সূরায় তাদেরকে বনী ইসরাঈল নামে সম্বোধন করে অনেক কথা বলা হয়েছে। বিশেষ করে ৫ থেকে ১৪ নং পর্যন্ত ১০টি রুকূ'তে তাদের গোটা ইতিহাস তুলে ধরে রাসূল (স)-এর দাওয়াত কবুলের তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

২. মাক্কী যুগের সূরায় ইসলামের মূল আকীদা-বিশ্বাস ও বুনিয়াদি নৈতিক শিক্ষাদান এবং শিরকের অসারতা ও যাবতীয় জাহেলী মত ও পথের খণ্ডন করা হয়েছে। সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে কোনো হেদায়াত তখনও নাযিল হয়নি। কিন্তু হিজরতের পর আরবের সব এলাকা থেকে মুসলিম মদীনায় আসার ফলে একটি ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হওয়ায় রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, আইন, সামাজিক রীতি-নীতি ইত্যাদির দরকার হলো। তাই এ সূরার ২৩ থেকে ৪০ নং রুকূ' পর্যন্ত এসব বিষয়ে হেদায়াত রয়েছে।

৩. মদীনার এ নতুন ছোট্ট রাষ্ট্রে তখন মাত্র কয়েক শ' মুসলিম ছিল, যাদের প্রায় অর্ধেকই মুহাজির। মুহাজিররা জন্মভূমিতে তাদের ধন-সম্পদ ও বাড়ি-ঘর ফেলে রেখে শুধু জানটুকু নিয়ে পালিয়ে এসে মদীনায় আশ্রয় নিল। অপরদিকে গোটা আরবের কাফির, মুশরিক ও অন্যান্য ধর্মের সব লোক ইসলাম ও মুসলিম জাতির দুশমন হয়ে রইল। এ অবস্থায় এ সূরায় আল্লাহ তাআলা মুসলিমদেরকে পাঁচটি বিষয়ে প্রাথমিক হেদায়াত দিয়েছেন। যেমন–

(ক) কঠোর পরিশ্রম করে অমুসলিম জনগণের মধ্যে দীনের দাওয়াত পৌঁছিয়ে মুসলিমদের সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে।

(খ) বিরোধীরা ইসলামের বিরুদ্ধে যেসব অপপ্রচার চালাচ্ছে, তা মযবুত যুক্তির সাথে খণ্ডন করার প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى ؕ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٠٩﴾

১০৯. (হে নবী!) আপনার আগে আমি যত নবী পাঠিয়েছি তারা সবাই মানুষই ছিলেন। ঐসব জনপদের অধিবাসীই ছিলেন। তাদেরই নিকট আমি ওহী পাঠিয়েছিলাম। এরা কি পৃথিবীতে চলাফেরা করেনি এবং তাদের আগে যারা ছিল তাদের পরিণতি কি তারা দেখেনি? অবশ্যই আখিরাতের ঘর ঐসব লোকের জন্য আরও বেশি ভালো, যারা (নবীদের কথা মেনে) তাকওয়ার নীতি গ্রহণ করেছে। এখনো কি তোমরা বুঝবে না?

حَتّٰٓى اِذَا اسْتَيْـَٔسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا ۙ فَنُجِّىَ مَنْ نَّشَآءُ ؕ وَلَا يُرَدُّ بَاْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿١١٠﴾

১১০. (আগে নবীদের সাথেও এমনই হয়েছে যে, তারা বহুদিন পর্যন্ত নসীহত করেছিল, কিন্তু লোকেরা তা শুনেনি) শেষ পর্যন্ত যখন নবীগণ মানুষ থেকে নিরাশ হয়ে গেলেন এবং লোকেরাও মনে করল যে, তাদের সাথে মিথ্যা বলা হয়েছে, তখন হঠাৎ নবীদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছে গেল। তারপর যখনই এমন অবস্থা এসে যায় তখন আমার নিয়ম এটাই যে, আমি যাকে ইচ্ছা বাঁচিয়ে দেই। আর অপরাধীদের উপর থেকে তো আমার আযাব দূর হতেই পারে না।

لَقَدْ كَانَ فِىْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولِى

১১১. অতীতের এসব কাহিনী থেকে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য উপদেশ রয়েছে। যা কিছু কুরআনে বর্ণনা করা হচ্ছে তা মনগড়া কথা নয়; বরং যেসব কিতাব